44

তারিখ 01 FEB 1992
পৃষ্ঠা 7 কলাম 8

দৈনিক ইনকিলাব

৬৮ হাজার গ্রামেই পর্যায়ক্রমে

গণশিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হবে

সরকার দেশের ৬৮ হাজার গ্রামের সবগুলোতেই পর্যায়ক্রমে গণশিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করছে।

শিক্ষামন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার গতকাল ঢাকার এক হোটেলে লায়নস ক্লাব আয়োজিত গণশিক্ষা সংক্রান্ত এক সেমিনারের উদ্বোধনকালে একথা বলেন।

শিক্ষা মন্ত্রী বলেন, দেশে শিক্ষিতের হার খুবই কম (শতকরা ২৫ ভাগের মত), তাই বিপুল জনগোষ্ঠী যাতে অন্ততঃ স্বাক্ষর করতে পারে লিখতে পারে, সংবাদপত্র পড়তে পারে রেডিও ও টেলিভিশনের খবর বুঝতে পারে সেজন্যে তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে।

শিক্ষা সচিব সফিউল আলম ও বাংলাদেশে ইউনিসেফ প্রতিনিধি কোল পি ডজ এই উপলক্ষে বিশেষ অতিথি ছিলেন। খবর বাসস'র।

শেষ পৃঃ ৩-এর কঃ দেখুন

গণশিক্ষা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গণশিক্ষা কর্মসূচীর নির্বাহী পরিচালক প্রফেসর এস এম সাইফুদ্দিন সেমিনারে মূল বক্তা ছিলেন। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট গৌতম সাহা সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার সরকার দেশে ৬৪টি জেলায় পয়লা জানুয়ারী থেকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু করেছেন। সূচনাপর্বে প্রতি জেলা থেকে এই কর্মসূচীর জন্য একটি উপজেলা গ্রহণ করা হবে।

জনাব সরকার বলেন, এ বছরের কর্মসূচী সফল হলে আগামী বছর দু'টি উপজেলা গ্রহণ করা হবে। এভাবে উপজেলার সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়ানো হবে। তিনি আশা করেন ইউনিসেফসহ দাতাদেশ ও সংস্থার সাহায্যে এবং সব শিক্ষিত লোকের সহযোগিতায় শতাব্দির শেষ নাগাদ গণশিক্ষা কর্মসূচীর উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জিত হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, দেশের ৫১ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়াও, বিভিন্ন মক্তব ও সমাজকল্যাণ কেন্দ্র গণশিক্ষা প্রসারের কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে। তিনি গ্রামাঞ্চলে শিক্ষক ও শিক্ষিত লোকদেরকে অতি প্রয়োজনীয় এই শিক্ষার হার বাড়ানোর জন্য গণশিক্ষা কর্মসূচীতে নিজেদের জড়িত করার আহবান জানান।

তিনি দুঃখ করে বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া এই গণশিক্ষা কর্মসূচী চালু করেছিলেন, কিন্তু স্বৈরাচারী সরকার তা বন্ধ করে দেন। যদি এই কর্মসূচী অব্যাহত থাকত তাহলে পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই অন্যরকম হত। তিনি উল্লেখ করেন, গণশিক্ষা কর্মসূচীর অধীনে শুধু ১৯৮০ সালেই ৮০ লাখ লোক সাক্ষরতা অর্জন করে।